আমাদের জীবনের ফোকাস

মার্ক ৮:২২-২৬

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যখন ফরিসীরা তাঁকে পরীক্ষা করতে আকাশ থেকে চিহ্ন দেখাতে বলেছিল, যীশু তাদের সেই ইচ্ছাপূরণ করেননি। কিন্তু আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি, যখন এক অন্ধকে তাঁর কাছে আনা হল, যার সুস্থতার প্রকৃত প্রয়োজন ছিল, যীশু তার প্রতি তাঁর করুণা প্রদর্শনে এগিয়ে এলেন। আমরা যীশুর কাছে কেন আসি? আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন তাঁর দ্বারা পূরণ করবার বিশ্বাসের মানসিকতা নিয়ে, নাকি তাঁকে পরীক্ষা করতে, তাঁর প্রতি আমাদের সন্দেহ বা অবিশ্বাস দৃঢ় করতে?

ফরিসীদের ফিরিয়ে দিয়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গালীলের অন্য পারে রওনা দিয়েছিলেন (১৩ পদ)। গালীলের উত্তর-পূর্ব পারে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা বৈৎসৈদায় এসে উপস্থিত হলেন (২২ পদ)। এখানে এক অন্ধকে তার বন্ধুরা যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিল। বৈৎসৈদার এই অন্ধকে সুস্থ করার ঘটনা কেবল মার্ক লিপিবদ্ধ করেছেন। ৪টি সুসমাচারে কমপক্ষে ৭ জন অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি লাভের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এই ঘটনাগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে যীশু বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। বাঁধাধরা নিয়ম বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে সুস্থতা দান নয়, যীশু আপন ক্ষমতায় প্রাকৃতিক নিয়মকে উপেক্ষা করে অলৌকিকভাবে তাদের সুস্থ করেছেন। এইসকল চিহ্নের দ্বারা যীশু তাঁর চারপাশের মানুষদের সুযোগ দিয়েছিলেন, তিনি কে তা উপলব্ধি করতে।

আজও তিনি আমাদের প্রয়োজন অনুসারে, আমাদের প্রতি ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর আপন ইচ্ছানুসারে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি আমাদের সুস্থ করেন। সবাইকে একই পদ্ধতিতে তিনি আশীর্বাদ নাও করতে পারেন। আমরা যেন এমন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে অযথা মন কষাকষি না করি। আমাদের মনের মত না হলেও, তাঁর পদ্ধতিকে যেন আমরা আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করি। অসুন, আজ আমরা এই অন্ধকে সুস্থ করার পদ্ধতিকে ভালো করে লক্ষ্য করি।

ক। যীশু সেই অন্ধের হাত ধরলেন (২৩ পদ)

অন্ধ হওয়ায় সে একা একা যীশুর কাছে আসতে পারেনি। গাইড বন্ধুদের হাত ধরে সে যীশুর কাছে এসেছে। কিন্তু যীশুর কাছে আসলে পর, যীশু নিজে তাঁর গাইড হলেন। কারণ, যীশু তার প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে চান।

খ। তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন (২৩ পদ)

মার্ক এখানে বৈৎসৈদাকে 'গ্রাম' বলেছেন। লোকটি এই গ্রামের ছিল না (২৬ পদ)। যীশু কিন্তু এই গ্রামকে ভালো করে চেনেন, সেখানে অনেক অলৌকিক কাজ করা সত্ত্বেও কোন পরিবর্তন হয়নি (মথি ১১:২১-২৪)। তাই, হয়তো যীশু আর কোন প্রমাণ তাদের দিতে রাজী নন। অন্যদিকে, হয়তো ভীড়কে এড়িয়ে (৭:৩৩) যীশুর প্রতি মনোযোগী করতে যীশু তাকে আলাদা করে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

গ। তার চোখে থুতু দিলেন (২৩ পদ)

৭:৩১-৩৭ পদে বধির ও তোৎলাকে সুস্থ করতেও যীশু থুতু ব্যবহার করেছিলেন। যীশু যে তাকে সুস্থ করলেন, তা তাকে বুঝাতে যীশু এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

ঘ। তার উপর হাত দিলেন (২৩ পদ)

সুস্থ করার আগে যীশু অনেক সময় এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা অন্ধ লোকটি উপলব্ধি করল যে, সে সুস্থ হতে চলেছে।

ঙ। সে দেখতে পাচ্ছে, কিনা জিজ্ঞাসা করলেন (২৩ পদ)

যীশু চাইলেন অন্ধ ব্যক্তিটি যেন ব্যক্তিগতভাবে তার সুস্থতায় অংশগ্রহণ করে। এর উত্তরে সে বলল যে, সে মানুষদের গাছের মত দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তারা চলমান। এর থেকে এটা পরিষ্কার যে সে জন্মান্ধ ছিল না, তাই, গাছ বা মানুষ তার জানা ছিল। কিন্তু সে তাদের ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না, কারণ, এখনও তার ফোকাস ঠিক হয়নি। তাই, সবকিছু তার কাছে অস্পষ্ট লাগছে। তার ফোকাসকে ঠিক করার জন্য যীশুর দ্বিতীয় স্পর্শের প্রয়োজন।

চ। যীশু দ্বিতীয়বার তার চোখ স্পর্শ করলেন (২৫ পদ)

সমগ্র সুসমাচারে কেবল এখানে আমরা দেখতে পাই যে যীশু তাকে দুই-ধাপে সুস্থ করেন। যীশু কেন তাকে একবারে সুস্থ না করে দুই-ধাপে সুস্থ করলেন, তা আমাদের জানা নেই। হয়তো, অন্ধ লোকটির এমন সুস্থতা একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাই যীশু একে ব্যবহার করেছিলেন। শুধু চোখকে সঠিক বিষয়ের প্রতি ফোকাস করা নয়, তার জীবনকে সঠিক উদ্দেশ্যের প্রতি ফোকাস করার প্রয়োজন ছিল।

আমাদের জীবনের বিষয়সমূহকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে আমাদেরও অনেক সময় যীশুর দ্বারা দ্বিতীয় স্পর্শের প্রয়োজন হতে পারে। যীশুর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়সমূহকে পুনরায় দেখার প্রয়োজন আছে। খ্রীষ্ট যখন আমাদের জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করেন, তখনই কেবল আমরা সকল বিষয় সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। আপনার জীবনের কেন্দ্রে কী আছে? মণ্ডলী হিসাবে আমাদের ফোকাস কী? হারানো আত্মাদের প্রতি কি আমাদের ফোকাস আছে? প্রথম মণ্ডলীর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পেতে পারি (প্রেরিত ২:৪২-৪৭)। (১) সহভাগিতা, (২) প্রভুর ভোজ, (৩) প্রার্থনা, (৪) ভয় সহকারে ভক্তি, (৫) অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য, (৬) ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব, (৭) দান, (৮) মণ্ডলীতে যোগদান, (৯) বাইবেল শিক্ষা, (১০) ঈশ্বরের প্রশংসা, (১১) আত্মা জয়। এ সকল উপাদানের লক্ষ ছিল আত্মা জয়। আমাদের জীবনের কেন্দ্রে যখন খ্রীস্ট থাকবেন, আমরাও তখন আত্মা-জয়কে সর্বাধিক ফোকাস দেব।

লুক ১৯:১০;যিহিষ্কেল ৩৪:১৬;মথি ৯:১২-১৩; ১৮:১০;১ তিমথীয় ১:১৩-১৫;২:৬ পদগুলি যীশু ও পৌলের জীবনের ফোকাসকে তুলে ধরেছে — হারানো আত্মাদের জয় করা। আমার আপনার জীবনের ফোকাসের সঙ্গে কি তার মিল আছে?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)